SOPAN
206, Bidhan Sarani
Kolkata - 700 006
p- 033 2257 3738 / 9433343616
e- sopan1120@yahoo.com

ISBN : 978-93-90717-12-5
9 789390 717125

ISBN : 978-93-90717-12-5
www.sopanbooks.in

নির্বাচিত গল্পকথা সম্পাদনা শ্যামসুন্দর প্রধান

SOPAN
সোপান

সম্পাদনা
শ্যামসুন্দর প্রধান

NIRBACHITO GALPOKATHA
Edited by : Dr. Shyam Sundar Pradhan
Published by Joyjit Mukhopadhaya. **Sopan**
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700 006
(033) 2257-3738 / 9433343616 / 9836321521
E-mail : sopan1120@yahoo.com/publisopan@gmail.com
website : www.sopanbooks.in

প্রথম প্রকাশ
২০২১

© লেখক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক
জয়জিৎ মুখোপাধ্যায়
সোপান
২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬
ফোন : (০৩৩) ২২৫৭-৩৭৩৮/৯৪৩৩৩৪৩৬১৬/৯৮৩৬৩২১৫২১
E-mail : sopan1120@yahoo.com/publisopan@gmail.com
website : www.sopanbooks.in

মুদ্রক
রবীন্দ্র প্রেস
১১এ, জগদীশ নাথ রায় লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : ৩৫০ টাকা

ISBN : 978-93-90717-12-5

আমার পরমারাধ্য পিতা
ঁপরমেশ্বর প্রধান

সূচিপত্র

ভূমিকা		৯
চুয়াচন্দন ও নিমাই পণ্ডিত :	অর্ণব চক্রবর্তী	১৯
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বন-জ্যোৎস্না' : অগ্নিগর্ভ সময়ের প্রেম পদাবলী :	অরুণকুমার সাঁফুই	২৮
জীবিত ও মৃত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :	বীরেন্দ্র মৃধা	৪১
আলোচনার নতুন আঙ্গিক, মহেশ :	বীরেন্দ্র মৃধা	৫৩
নারী ও নাগিনী :	বিশ্বজিৎ পাণ্ডা	৬৩
গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র ও 'সংসার সীমান্তে' :	বিশ্বজিৎ পাণ্ডা	৭০
সেলিনা হোসেনের 'আমিনা ও মদিনার গল্প' : মুক্তিযুদ্ধের গাঢ় অন্ধকার এবং তারপর... :	চন্দন খাঁ	৭৬
পরশুরামের কুঠার—একটি জীবনসত্য :	দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮২
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'ধরা বিয়ে' : নারীর অন্তর্লীন বেদনার আলেখ্য :	গৌতম দাস	৯৫
নির্বাক প্রার্থনায় নতজানু বিস্ময় 'মাদার ইন্ডিয়া' :	জ্যোতিপ্রসাদ রায়	১০৫
পাড়ি : সমরেশ বসু :	কোয়েল দত্ত	১১৪
সৈয়দ মুজতবা আলী'র নোনাজল :	কৃশানু পাল	১২৩
'স্ত্রীর পত্র' : নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যের ঘোষণা পত্র :	মৃদুল ঘোষ	১২৭
রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প :	প্রবালকান্তি হাজরা	১৩৭
মেঘমল্লার : এক অনিবার্ণ যন্ত্রণার কাহিনি :	রামকৃষ্ণ মণ্ডল	১৬৭
ত্রৈলোক্যনাথের 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' পুরাতনী গল্প-বৈঠক :	রঞ্জনা ভট্টাচার্য	১৭৯
'কুষ্ঠরোগীর বউ' ভিন্ন ভাবনার রূপ :	সেতু চট্টোপাধ্যায়	১৯২
প্রভাতকুমারের 'খালাস' গল্পে স্বদেশি আন্দোলন বনাম দাম্পত্য সঙ্কট :	সৌমেন বৈরাগ্য	১৯৮
মধু : জীবনসত্যের ভিন্ন শৈলী :	সৌমী ঘোষ	২০৪
চন্দ্র-সূর্য যতোদিন : স্থূল জৈববৃত্তির অতিরিক্ত সতীনসমস্যা :	শ্যামসুন্দর প্রধান	২১৩
পাশাপাশি : প্রতিবেশী দু'টি ভাড়াটে পরিবারের মিল-অমিলের বাস্তব চিত্র :	শ্যামসুন্দর প্রধান	২৩১
আশাপূর্ণা দেবীর 'তাসের ঘর' : সংসার-সম্পর্ক-আত্মপ্রতিষ্ঠা-প্রতিবাদ :	তারক নাথ চট্টোপাধ্যায়	২৪৬
'বিকল্প' : নরেন্দ্রনাথ মিত্র'র বিকল্প জীবনবোধ :	উদয় রতন মুখার্জী	২৬২

চুয়াচন্দন ও নিমাই পণ্ডিত

অর্ণব চক্রবর্তী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (৩০মার্চ, ১৮৯৯—২২সেপ্টেম্বর, ১৯৭০) নামটি উচ্চারণমাত্র পাঠককুল উৎসাহে আওড়াতে থাকেন তাঁর গোয়েন্দা কাহিনিগুলির তালিকা। সে-সব কাহিনির চলচিত্রায়নের কারণে অনেক সময়ই জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে পিছিয়ে পড়ে তাঁর অসাধারণ ঐতিহাসিক কাহিনিগুলি। বেশ কিছু ভিন্ন স্বাদের গল্প লিখলেও শরদিন্দুর লেখা দুই ধরনের কাহিনিই পাঠক সমাজে সমধিক জনপ্রিয়তার দাবি রাখে, সেগুলি হল তাঁর রচিত গোয়েন্দা ও ঐতিহাসিক কাহিনিগুলি। এখানে উল্লেখযোগ্য, ঐতিহাসিক কাহিনিগুলির মধ্যে গল্প যেমন আছে, তেমনি আছে উপন্যাসও। এই প্রবন্ধের বিষয় যেহেতু শরদিন্দুর রচিত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা একটি গল্প, অতএব সেই স্থানেই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা শ্রেয়। তবু কিছু প্রাসঙ্গিক কথা উচ্চারণ করে নেওয়া উচিত। লেখক শরদিন্দুর উভয় ধরনের লেখার মধ্যেই কিন্তু একটি ক্ষীণ যোগসূত্র আছে। সেই যোগসূত্রটি বাঙালিয়ানা। প্রবাসী বাঙালি এই মানুষটির এক অদম্য আকর্ষণ ছিল বাঙালিয়ানার প্রতি। তারই প্রভাবে শরদিন্দুর ব্যোমকেশ চেহারায়, আচার-আচরণে আদন্ত্য বাঙালি। আবার নিজের শিকড়ের প্রতি আকর্ষণেই ঐতিহাসিক কাহিনিগুলিতে লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করেছেন বাঙালি জাতিকে নিজের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করাতে। তিনি মনে করতেন যে জাতি নিজের ইতিহাস জানে না সে জাতির কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তবে তিনি এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক সময়ের প্রতি নিষ্ঠা রেখে কাহিনিকে গড়েছেন নিজের মতো করে। সেখানে হয়তো কিছু চরিত্র তিনি গড়েছেন, কিছু চরিত্র ঐতিহাসিক; আবার সময় কালটি ঐতিহাসিক কাহিনি হয়তো সম্পূর্ণই কাল্পনিক। শরদিন্দু নিজে ১৯৭০-এর মার্চ মাসে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন, "ঐতিহাসিক গল্প লেখার প্রেরণা পাই বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে। বঙ্কিমের কাছ থেকে শিখেছি ভাষার মধ্যেই বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায়, বিশেষ করে ঐতিহাসিক বাতাবরণ। ইতিহাস থেকে চরিত্রগুলো কেবল নিয়েছি; কিন্তু গল্প আমার নিজের।